গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০২.০০১.২০২২-২৮২

তারিখঃ ০২/০১/২০২৩ খ্রি: ।

প্রাপক ঃ মেয়র
রামগড় পৌরসভা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

বিষয় ঃ ***বিশেষ প্রকল্প কর্মসুচি হতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ।***

মহোদয়

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মেয়র, রামগড় পৌরসভা কর্তৃক প্রস্তাবিত ১০টি স্কীম/প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মেয়র- এর অনুকূলে ৮০.০০ মে.টন চাউল এবং ২০.০০ মে.টন গমসহ মোট ১০০.০০ মে.টন খাদ্যশস্য নিম্নে বর্ণিত শর্তে মঞ্জুরি আদেশ প্রদান করা হলো।

(ক) মেয়র, রামগড় পৌরসভা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা:

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	চাউল	গম	মোট
১.	পৌরসভা এলাকায় দুঃস্থ ও অসহায় মহিলাদের মাঝে ছাগল ও সেলাই মেশিন বিতরণ।	৮	২	১০০
২.	পৌরসভার বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সিলিং ফ্যান ও মাইক বিতরণ।	৮	২	
৩.	পৌরসভার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র ও সিলিং ফ্যান বিতরণ।	৮	২	
৪.	দরিদ্র কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন ও উন্নতমানের চারা বিতরণ।	৮	২	
৫.	পৌরসভার অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ।	৮	২	
৬.	রামগড় পৌরসভার চিনছড়ি পাড়ার রাস্তার উন্নয়ন ও সংস্কার প্রকল্প।	৮	২	
৭.	রামগড় পৌরসভার আদর্শ গ্রাম ও বৈদ্যটিলা রাস্তার উন্নয়ন প্রকল্প।	৮	২	
৮.	রামগড় পৌরসভার সুকেন্দ্রাই খাল সংস্কার প্রকল্প।	৮	২	
৯.	রামগড় পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের মহিলাদের মাঝে হাঁস-মুরগী বিতরণ।	৮	২	
১০.	রামগড় পৌরসভার-৬নং ওয়ার্ডের তৈছোলা খাল সংস্কার প্রকল্প।	৮	২	

০২। অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ-১, শাখা-৩ এর ৬/০৭/২০২২ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০২৮.১৩(অ-১)-০৭ নম্বর স্মারকমূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বাজেটে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৫৫০১০১-সচিবালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-১২০০০১৯১৫-পার্বত্য জেলাসমূহে পুনর্বাসন কর্মসূচি-৩ আবর্তক ব্যয়-৩৭ সামাজিক সুবিধাদি-৩৭২২-অনগদ সামাজিক সহায়তা সুবিধাদি-৩৭২২১০১ ত্রাণ কার্য চাল, ৩৭২২১০২ ত্রাণ কার্য গম খাতে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের বিভাজন অনুযায়ি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি খাত হতে বহন করা হবে।

০৩। **শর্তসমূহঃ**

১. প্রকল্প গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সংযুক্ত ছক অনুসারে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করবে। ছক যথাযথভাবে পূরণ করে জেলা পরিষদ বরাবরে দাখিলপূর্বক প্রকল্প সভাপতি বরাদ্দের জন্য আবেদন করবে।
২. প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে।
৩. ছক অনুসারে প্রকল্প কমিটি এবং বরাদ্দের আবেদন প্রাপ্তির পর জেলা পরিষদ, উপবরাদ্দ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্প কমিটি অনুসরণ করবে এবং পুনরায় বরাদ্দ প্রদান করবে।
৪. কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩ (তিন) মে.টন অধিক হইলে তাহা কিস্তিতে প্রদান করতে হবে। প্রথম কিস্তি মূল বরাদ্দের অর্ধেকের বেশী হবেনা। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য ব্যবহারের মাষ্টার রোল সমন্বয় করা ছাড়া পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা যাবেনা।
৫. ***বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যবহারে বিশেষ প্রকল্প কর্মসূচি*** বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ***এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক সর্বশেষ গত ১৯/১০/২০০৬ তারিখের*** ৩০২ নম্বর স্মারকের ***জারিকৃত নীতিমালার*** শর্তসমূহ (৭-১২) ***যথাযথভাবে অনুসরণ*** করার জন্য কঠোর ভাবে নির্দেশনা প্রদান করা হলো (কপি সংযুক্ত)।
৬. ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমেও উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য যে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ***প্রকল্প গ্রহণের*** ক্ষেত্রে Overlapping ***এড়ানোর জন্য জেলা প্রশাসক এর সাথে সমন্বয়*** করে ***প্রকল্প গ্রহণ*** ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৭. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের হিসাব নিরীক্ষার জন্য দালিলিক প্রমাণকসহ যথোপযুক্তভাবে সংরক্ষণ করা হবে এবং উপকারভোগীর সংখ্যা উল্লেখসহ খাদ্যশস্য ব্যবহার সংক্রান্ত প্রতিবেদন যথাসময়ে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৮. বিশেষ কোন ব্যক্তি নয় এলাকার সামষ্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ও সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠির স্বার্থ বিবেচনায় প্রকল্প স্থান নিধারণসহ প্রকল্প পরিকল্পনা, রূপরেখা ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. ৩০/০৬/২০২৩ *তারিখের মধ্যে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য দ্বারা উন্নয়ন প্রকল্প* বাস্তবায়ন *সম্পন্ন* করতে হবে।

১০. *প্রকল্পের সঠিক* বাস্তবায়ন *নিশ্চিতকল্পে* সংশ্লিষ্ট *সংস্থা কর্তৃক তদারকি কমিটি গঠন* করা হবে। *উক্ত কমিটি কর্তৃক* বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িত *প্রকল্প পরিদর্শণ/পরিবীক্ষণ করে* মন্তব্যসহ *অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ* করতে হবে।

১১. *পানি নিষ্কাশনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ও পরিবেশের জন্য* ক্ষতিকর *এমন কোন প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না;*

১২. *প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল প্রকল্পের অনুকূলে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি অন্তর্ভূক্ত* করতে হবে।

১৩. *বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য* ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি.আর) বিশেষ কর্মসূচি আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করতে হবে।

১৪. মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি যে কোন সময় ও মুহূর্তে যে কোন প্রকার পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

১৫. প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ্য স্থানে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন করতে হবে।

১৬. বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহারের হিসাব নিরীক্ষার জন্য যথোপযুক্ত মাষ্টার রোল সংরক্ষণ করতে হবে।

(মো: হায়দার আলী মোল্লা)
সহকারী সচিব
ফোন-৫৫১০০৬৩০

নং ২৯.০০.০০০০.২২৩.০২.০০১.২০২২-২৮২

তারিখঃ ০২/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো। (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা।
২. সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।
৫. আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, চট্টগ্রাম।
৬. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
১০. সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (আদেশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
১১. অফিস কপি।

২/১/২০২৩

(মো: হায়দার আলী মোল্লা)
সহকারী সচিব

১.

<u>প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি</u>

প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা:
বরাদ্দের পরিমাণ:

ক্র:নং	সদস্যদের নাম ও ঠিকানা	পদবী	আইডি কার্ডের ফটোকপি বা সত্যায়িত ছবি লাগাতে হবে	স্বাক্ষর ও মোবাইল নম্বর
১				
২				
৩				
৪				
৫				

অনুমোদন দেয়া যায়।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
------ পার্বত্য জেলা পরিষদ

নির্বাহী কর্মকর্তা
-----পার্বত্য জেলা পরিষদ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

পাচবিম(সম-১)-৭৩/৯৮(অংশ-১)-৮০২

তারিখঃ ১৯-১০-২০০৬ খ্রিঃ

বিষয় ঃ <u>বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচীর আওতায় পৌরসভার অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য ব্যবহার ও বিতরণ নীতিমালা প্রসঙ্গে।</u>

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হয়ে জানাইতেছি যে, বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচীর বিপরীতে তিনটি পার্বত্য জেলার পৌরসভাসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের ব্যবহার ও বিতরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত নীতিমালা সরকার অনুমোদন করিয়াছে ঃ-

(১) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যয়/ব্যবহার করিতে হইবে,
(২) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য জনসংখ্যা ও দুঃস্থতার ভিত্তিতে ওয়ার্ডওয়ারী উপবরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে,
(৩) ওয়ার্ডওয়ারী প্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পৌরসভা গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে,
(৪) এই কর্মসূচীর আওতায় বাঁধ ও সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, নর্দমা নির্মাণ/সংস্কার, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, কিয়াং, এতিমখানা ও অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ উন্নতিকল্পে জনহিতকর কার্য, যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ ও কাঠের সাঁকো নির্মাণ এবং ছোট ছোট কালভার্ট নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা যাইতে পারে,
(৫) কোন প্রকল্পে ১০ (দশ) মেঃ টন এর অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা যাইবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে খাদ্যের পরিমাণে তারতম্য করিতে পারিবেন, যাহা ২০ (বিশ) মেঃ টনের বেশী হইবে না,
(৬) প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ্য স্থানে প্রকল্পের তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রদর্শন করিতে হইবে,
(৭) প্রত্যেকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যানসহ ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রজেক্ট কমিটি থাকিবে,
(৮) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান অথবা ওয়ার্ড কমিশনার প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। একই অর্থ বছরে কোন ওয়ার্ডে তিনটির অধিক প্রকল্প থাকিলে কমপক্ষে একটি প্রকল্পের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট মহিলা ওয়ার্ড কমিশনারদের মধ্য হইতে করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট পৌরসভা কর্তৃক মনোনীত একজন মহিলা এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক অথবা তাহার মনোনীত উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষক প্রকল্প কমিটির সদস্য হইবেন,
(৯) স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, এতিমখানা ও অন্যান্য সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি প্রকল্প কমিটির ২(দুই) জন সদস্য মনোনীত করিবেন। সংশ্লিষ্ট পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রকল্প কমিটির চেয়ারম্যান এবং একজন সদস্য মনোনীত করিবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন,
(১০) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জন্য প্রাপ্ত খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করিতে হইবে। কিস্তিতে খাদ্যশস্য প্রাপ্ত প্রকল্পের ক্ষেত্রে শেষ কিস্তির খাদ্যশস্য প্রাপ্তির ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করিতে হইবে,
(১১) কোন প্রকল্পের বরাদ্দ ৩ (তিন) মেঃ টনের অধিক হইলে তাহা কিস্তিতে প্রদান করিতে হইবে। ১ম কিস্তি মূল বরাদ্দের অর্ধেকের বেশী হইবে না। একাধিক কিস্তির ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কিস্তির খাদ্যশস্য ব্যবহারের মাষ্টাররোল দাখিল করা ছাড়া পরবর্তী কিস্তি ছাড় করা যাইবে না,
(১২) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবে,
(১৩) বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্যের হিসাব নিরীক্ষার জন্য যথোপযুক্তভাবে মাষ্টাররোল সংরক্ষণ করিতে হইবে,
(১৪) মন্ত্রণালয় যে কোন সময় প্রকল্প পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে,

২। ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত নীতিমালা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

৩। উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

(মোঃ রুহুল আমিন)
উপসচিব(সমন্বয়)
ফোন- ৭১৬৯৩৮৭

বিতরণঃ কার্যার্থে ঃ

১। চেয়ারম্যান,
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বাঘাইছড়ি/রামগড়/মাটিরাঙ্গা/বান্দরবান/লামা পৌরসভা,
রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

জ্ঞাতার্থে ঃ-

১। জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
২। উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ডিঃ/নীঃ/১৮১